৩/৮/২০০২

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

# চট্টগ্রামে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

সৌমেন ধর, চট্টগ্রাম অফিস : 'আলোকিত মানুষ চাই' শ্লোগান ও ১৭ হাজার বই নিয়ে চট্টগ্রামে চালু হলো ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি এখন থেকে চট্টগ্রামের ৩৫টি এলাকায় এই লাইব্রেরি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনের একই সময়ে এটির সদস্যদের মধ্যে বই দেওয়া-নেওয়া করবে।

গতকাল শনিবার সকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তার ওপর অপ্রতুল বই ও নিম্নমানের ব্যবস্থাপনা নিয়ে এগুলোর সামলিক পরিবেশ বিমর্ষক, ফলে দেশে বই পড়ার সংস্কৃতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিনি আরো বলেন, আজ অনেকগুলো স্যাটেলাইট টিভির সস্তা ও বিনোদন নির্ভর অসংখ্য চ্যানেল আমাদের ড্রয়িংরুম হয়ে বেডরুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিন্তু বইকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থাই আমরা করতে পারিনি। আমরা বিশ্বাস করি, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি একদিন দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষের দরজায় বইকে পৌঁছে দিয়ে জাতীয় চিত্তের অন্ধকারকে কিছুটা হলেও দূর করতে সক্ষম হবে।

সম্মেলনে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির উদ্বোধন ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উৎসবে আগত শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার বলেন, ভালো ও মহৎ কাজ এভাবে ধীরে ও অল্প সংখ্যক মহৎ মানুষকে দিয়েই ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন প্রকাশনা ও পাঠকের সংখ্যা বাড়ছে। চট্টগ্রামে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আমি অভিভূত। অসংখ্য ছেলে মেয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চট্টগ্রাম পরিবারের একজন হিসেবে কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন দেশের দুই ধরনের শিক্ষার ধারার উল্লেখ করে বলেন, এক ধারায় ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে পরীক্ষা পাসের জন্য, অন্য ধারায় করে নিজেদের আলোকিত করার জন্য। প্রথম ধারার পড়াশোনা ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার শেষে ভুলে যায়। তিনি আরো বলেন, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকরাও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে নিয়ে আসছে। শিশুকিশোর থেকে শুরু করে প্রত্যেকের জন্য এমন সময়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এই উদ্যোগ আমাদের চেতনার অন্ধকার দূর করবে বলে মনে করি।

পরে অতিথিদ্বয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আবু সুফিয়ান, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ফারুক ইকবাল, সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এম নাসিরুল হক, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আসিফ সিরাজ ও শিশুসাহিত্যিক রাশেদ রউফ প্রমুখদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন।

এদিকে গত শুক্রবার সারাদিন মুসলিম হল প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল চট্টগ্রামের প্রায় ৩০টি স্কুলের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও অন্যান্য দর্শকের পদচারণায়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এখানে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী উৎসব।

এ সময় কথা হয়, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মী ও ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির সমন্বয়কারী কামাল হোসাইনের সঙ্গে। তিনি জানান, আসলে সারা বাংলাদেশে লাইব্রেরি একেবারে কম নেই। কিন্তু দেখুন সেগুলোর অবস্থা করুণ, তাছাড়া সেখান থেকে বই নিয়ে পড়ার কোনো সুবিধা নেই। আমরা একেবারে মানুষের ঘরের দরজায় গিয়ে সেই সুযোগ পৌঁছে দিচ্ছি।

উৎসবে ভিড়ের কারণে মিলনায়তনে ঢুকতে না পেরে গেইটে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলেন চট্টগ্রামের জনৈক প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি বললেন, রাজনৈতিক উত্তাপের এমন এক সময়ে চট্টগ্রামে এটি একটি নীরব বিপ্লব। কে কি ভাবে দেখবেন জানি না, তবে আমি বিষয়টিকে দেখছি এভাবে। উৎসব শেষে রাত ১০টায় যখন 'আলো আমার আলো ওগো' এ গানটির সুরে সুরে মুসলিম হল প্রাঙ্গণ থেকে ফানুস ওড়ানো হয় তখন আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে সত্যিই অন্যরকম পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সপ্তাহে ৬ দিন চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্পটে এই লাইব্রেরি তার সদস্যদের মধ্যে বই দেওয়া নেওয়া করবে। জায়গাগুলো হলো, শুক্রবার ৮টা-১০টা পাথরঘাটা (গির্জার পাশে), ১০টা-১১টা ফিরিঙ্গীবাজার (অগ্রণী ব্যাংকের পাশে), ১১ টা-১২টা পিক সেনের সাত তলা, ২টা-৪টা জামালখান -চেরাগীপাহাড়, ৫টা - ৭টা সদরঘাট আইস ফ্যাক্টরি রোড, ৭টা-৮টা সদরঘাট রোড (বন্দর কলোনির সামনে), শনিবার ৮টা-১০টা লালখান বাজার, ১০টা -১২টা পূর্ব টাইগারপাস, ২টা -৪টা মেহেদীবাগ, ৪টা-৫টা সার্সন রোড, ৫টা-৬টা আসকার দিঘীর উত্তর পশ্চিম পাড়, ৬টা-৮টা টাইগার পাস, রোববার ২টা-৪টা ফিরোজ শাহ কলোনি, ৪টা-৫টা খুলশী আবাসিক এলাকা, ৫টা-৬টা পূর্ব নাসিরাবাদ দৈনিক পূর্বকোণের সামনে, ৬টা-৭টা নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, ৭টা-৮টা সুগন্ধা আ/এ, সোমবার ২টা-৪টা নন্দন কানন, ৪টা-৫টা চান্দগাঁও আ/এ, ৫টা-৬টা লিটল্ স্টার কেজি স্কুল, ৬টা-৭টা পাঁচলাইশ জাতিসংঘ পার্ক, ৭টা-৮টা কাতালগঞ্জ আ/এ, বুধবার ২টা-৪টা পতেঙ্গা (ইস্টার্ন রিফাইনারি কলোনি), ৪টা-৫টা বন্দর ইস্ট কলোনি, ৫টা-৭টা পোর্ট কলোনি, ৭টা -৮টা বন্দর হাইস্কুল কলোনি, বৃহস্পতিবার ২-৩টা হালিশহর, জে ব্লক, ৩টা-৪টা হালিশহর কে এবং এল ব্লক, ৪টা-৫টা আগ্রাবাদ সিডিএ কলোনি, ৬টা-৭টা আগ্রাবাদ সিজিএস কলোনি মাঠ এবং ৭টা-৮টা আগ্রাবাদ বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি।

মাত্র মাসিক ১০টাকা হারে চাঁদা দিয়ে যে কেউ এই লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে পড়তে পারবে। এ ছাড়া ১০০ টাকায় সাধারণ সদস্য ও ২০০ টাকায় বিশেষ সদস্য হওয়া যাবে, যারা একসঙ্গে ১৫০ ও ২৫০ টাকার বই বাড়িতে নিয়ে পড়তে পারবে।